তরুণ মজুমদারের ছবি

নিমন্ত্রণ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে
ভারত শমশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা প্রযোজিত
ভারত চিত্রের নিবেদন

নিমন্ত্রণ

চিত্রনাট্য · সংলাপ ও পরিচালনা
তরুণ মজুমদার

সুরসৃষ্টি · হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

লোকসঙ্গীত · নির্মলেন্দু চৌধুরী / চিত্রনাট্য সহায়তায় · দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় / আলোকচিত্র · শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় / সম্পাদনা · দুলাল দত্ত / শব্দগ্রহণ · বাণী দত্ত, সুজিত সরকার, ইন্দু অধিকারী শিল্প নির্দেশ · সুরেশ চন্দ্র চন্দ্র / সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা · শ্যামসুন্দর ঘোষ / রূপসজ্জা শক্তিসেন / নৃত্য নির্দেশ · শম্ভু ভট্টাচার্য্য / কর্মাধ্যক্ষ · দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় / কর্মসচিব · মুকুল চৌধুরী গীত · চণ্ডীদাস, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রচলিত লোকগীতি / নেপথ্য কণ্ঠদান · হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নির্মলেন্দু চৌধুরী, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, অনুপ ঘোষাল, অমর পাল, গীতা চৌধুরী ও অন্যান্য / পটশিল্প · কবি দাশগুপ্ত / সাজসজ্জা · পচা দাস / স্থিরচিত্র · এড্না লরেঞ্জ / সংগঠন নিখিল সেনগুপ্ত / ষ্টুডিও তত্ত্বাবধান · দাশরথি চৌধুরী, বিজয়বসু
প্রচার ও বিশেষ স্থিরচিত্র · ধীরেন দেব

সহকারী

পরিচালনা · ধ্রুব রায়চৌধুরী, শ্রীনিবাস চক্রবর্তী / বিশেষ সহকারী · রমেশ সেন / সুরসৃষ্টি · সমরেশ রায়, বেলা মুখোপাধ্যায় / আলোকচিত্র · পান্তু নাগ, অমূল্য দাস, কেষ্ট মণ্ডল / শিল্পনির্দেশ · শশাঙ্ক সান্যাল / সম্পাদনা শক্তিপদ রায় / শব্দ গ্রহণ · পাঁচু মণ্ডল, নিতাই জানা / রূপসজ্জা · সুভাষ সেন / শব্দ পুনর্যোজনা · জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, পাঁচু গোপাল ঘোষ, ভোলানাথ সরকার / ব্যবস্থাপনা · জগদীশ মজুমদার, কেষ্ট দে / আলোক-সম্পাত · হরেন গাঙ্গুলী, সুধীর সরকার, সুদর্শন দাস, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিমন্যু দাস, খাঁদু পাত্র, অবনী নস্কর / পরিস্ফুটন · অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, ফণী সরকার, নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেন্দু মণ্ডল, অবনী মজুমদার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্বশ্রী অমিতাভ চৌধুরী (কলকাতা) / অর্ণব মজুমদার (সিউড়ি) / দেবকুমার সান্যাল (সিউড়ি) / শান্তি চট্টোপাধ্যায় (সিউড়ি) দেবীদাস ঘটক (ইলামবাজার) / শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘুড়িষা) / শিবদাস রায় (মৌখিরা) / সুনীল ঘোষ (রামেশ্বরপুর) অনিল ঘোষ (রামেশ্বরপুর) / বৈদ্যনাথ রায় (কালিকাপুর) / অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কোলাঘাট) / সুধীর ধাড়া (বেলকোঠা) / জে.এম, রায় (বজবজ) / হিতেন সেন (বজ বজ) / ইন্দ্রনাথ গুহ (কলকাতা) / ডাঃ নন্দগোপাল সরকার (কলকাতা) / শ্রীমতী অঞ্জু সেন (বজবজ) / চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার (সড়ক সংস্থা · পশ্চিমবঙ্গ) / চিত্রায়ণ ষ্টুডিও (কলকাতা) / রেলওয়ে মহিলা সমিতি (গোমো) / রবীন্দ্র সংঘ (গোমো) / মেসার্স অমরনাথ কুণ্ডু এণ্ড ব্রাদার্স (কলকাতা) বিভাগীয় অধিকর্তা (বন বিভাগ · সিউড়ি)

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত ও আর.বি.মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

পরিবেশনা · পিয়ালী পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড

শ্রেষ্ঠাংশে

সন্ধ্যা রায়
অনুপ কুমার

তৎসহ

নন্দিনী মালিয়া

সন্ধ্যারাণী · কালী বন্দ্যোপাধ্যায় · জহর রায় · পাহাড়ী সান্যাল · হরিধন মুখোপাধ্যায় · রামচন্দ্র চৌধুরী · সুরুচি সেনগুপ্তা · শিবানী বসু · শিউলী মুখোপাধ্যায় · অপর্ণা দেবী · জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় · অরুণ মুখোপাধ্যায় শ্যামলেন্দু পাল · কল্যাণী মণ্ডল · অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় · দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় · অজিত চট্টোপাধ্যায় · ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় (অতিথি শিল্পী) · নিখিল সেনগুপ্ত গোবিন্দ চক্রবর্তী · মনু মুখোপাধ্যায় · শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায় · অজিত মুখোপাধ্যায় সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় · ইন্দুলেখা চট্টোপাধ্যায় · শান্তি চট্টোপাধ্যায় (অতিথি শিল্পী) কৃষ্ণকালী ভট্টাচার্য · সুকুমার মুখোপাধ্যায় · ফকির কুমার · মুকুল চৌধুরী · রণজিত বসু · প্রবীর ভট্টাচার্য্য · পরিমল সেন · ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ী · বৈদ্যনাথ চৌধুরী · কার্তিক স্বর্ণকার · ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় · নারায়ণ দাস · শ্রীনিবাস চক্রবর্তী · অর্ণব মজুমদার (অতিথি শিল্পী) · দেবীদাস ঘটক (অতিথি শিল্পী) · ননী · সন্তু · সাধন · অমিয় গুপী · স্বপন · হারাধন · দেবেশ্বর · প্রভাস · অজিত · শ্রীধর · রঘুনাথ · প্রবীর · লক্ষ্মী বলাই দাস · ভানু · ছবি · মিহির · মানু · প্রেমচাঁদ · প্রদীপ · সুরেশ · সন্তু · গৌরীন ও বহু অন্যান্য শিল্পী।

কথা

এক একজনের স্বভাব বড় বিচ্ছিরি। বকুনি পেলে আর কিছুই তারা চায়না। হীরুর স্বভাব ছিল এই রকম। যেখানেই যেত, তার বকুনির জ্বালায় সবাই অস্থির।

সেবার পুজোর ছুটিতে হীরু বেড়াতে এল তার পিসির গ্রাম বকুলপুরে। জীবনে এই তার প্রথম গ্রাম দেখা। এইখানে সে দেখল একটি মেয়েকে, কুমী তার নাম, যে বকুনিতে তার চেয়েও অনেকগুণে ওস্তাদ। প্রথম পরিচয়েই দুজনেই দুজনার বাক্-প্রতিভার পরিচয় পেয়ে একেবারে পুলকিত হয়ে উঠল। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, দুজনের মধ্যে অদ্ভুত বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

কুমীর সংসারের অবস্থা খারাপ। বিধবা মাকে নিয়ে বলতে গেলে সে একরকম গলগ্রহই হয়ে আছে তার জ্যাঠামশায়ের সংসারে। জ্যাঠা-মশায়ের পোষা ছাগলগুলো চরিয়ে এবং সেই দুধ বাড়ি বাড়ি বিক্রি করে যতটুকু সময় সে পায়, তার সবটুকুই যায় বক্‌বকানিতে। অবশ্য কেউই তাকে বিশেষ আমল দেয় না। অত সময়ই বা কার আছে? তাই হীরুকে হাতের কাছে পেয়ে কুমী একেবারে বর্তে গেল।

হীরু কুমীকে সহরের গল্প বলে। বোঝায়, জীবন কি দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে, — সভ্যতার কি সাংঘা-তিক অগ্রগতি হচ্ছে ওদিকে। কুমী তর্কে এঁটে উঠতে না পেরে হীরুকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখায় গ্রাম, নদী, গাছ-পালা, মাঠ-ঘাট, রং-বেরংয়ের পাখী – আরও কত কি! দেখতে দেখতে হঠাৎ হীরু মুগ্ধ হয়ে যায়, তার সহর-ঘেঁষা মন প্রকাশ্যে না হলেও মনে মনে স্বীকার করে, তার অনেক জানার অহঙ্কারের আড়ালে অনেক কিছুই এত-দিন অজানা থেকে গিয়েছে। পৃথিবীর সত্যি-কারের রং-রূপের জানালাগুলো একটা একটা করে কুমী যেন তার চোখের সামনে খুলে দিতে থাকে। আর সেই চোখ দিয়ে হীরু নতুন করে আবিষ্কার করতে শুরু করে জীবনকে.....

কিন্তু জীবন তো মুষ্টিমেয় কোন জিনিষ নয়! যে বিশালে তার ব্যাপ্তি, বিপুল তার পরিধি, অতল তার গভীরতা, প্রথম যৌবনের স্বপ্নময় চোখে কি তার সবটুকুরই হদিশ পাওয়া যায়?

হাত ধরে যারা চলতে শুরু করেছিল, চলার শেষে কি আছে তখন কি তারা জানে?

গান

তারা মা, মা গো তারা
সিংহপৃষ্ঠে ভর করিয়ে আলোয় করে ত্রিভুবন
তুমি ব্রহ্মময়ী মা
তুমি কৈলাশের উমা
শ্মশানেতে শ্যামা তুমি বৈকুণ্ঠে রমা
তুমি আধা রাধা আধা কৃষ্ণ সাজিলে বৃন্দাবনে ॥
তুমি ব্রহ্মরূপিনী, তুমি ত্রিগুণধারিণী
সতঃ রজঃ তমোগুণে ত্রিলোকপালিনী
তুমি ভব-বিরিঞ্চি বিষ্ণুরূপ জগৎজীবপালিনী ॥

প্রভাতসময়কালে শচীর আঙিনা মাঝে
কার গৌর নাচিয়া বেড়ায় রে
একে গৌরার নবীন বেশ, মুড়াইয়া চাঁচর কেশ
গৌরার সোনার অঙ্গ ধুলায় লুটায় রে ॥

পিরীতি বলিয়া একটি কমল রসের সাগর মাঝে
প্রেম-পরিমল লুবধ ভ্রমর ধাইল আপন কাজে
ভ্রমর ধেয়ে চলে
কমল পানে ভ্রমর ধেয়ে চলে
এই পিরীতি মধু পিবে বলে
কমল পানে ভ্রমর ধেয়ে চলে
ভ্রমর জানয়ে কমল মাধুরী এই সে তাহার বশ
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী আনে কহে অপযশ
এ তো আনে জানবার কথা নয় গো
এই পিরীতি রসের চাতুরীর কথা
আনে জানবার কথা নয় গো
সই একথা বুঝিবে কে
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে কেমনে ধরিব দে
ধরমকরম লোক-চরচাতে একথা বুঝিতে নারে
এ তিন আখর যাহার মরমে সেই সে বলিতে পারে
সেই তো জানে
রসিক যে জন সেই তো জানে
চণ্ডীদাস কহে শুন হে নাগরী পিরীতি রসের সার
পিরীতি রসের রসিক হইলে কি ছার পরাণ তার ॥

কি মোহিনী জান বঁধু, কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥

চ্যাং ধরে ব্যাং
আর ব্যাং ধরে চ্যাং
নাচো ঘনাইয়ের বাপ গামছা মাথায় দিয়া
ও শিব নাচো ॥

মাই গো মাই
এই কি তোমার মেয়ের জামাই
ভাঙ খায়, গাঁজা খায়
ভাঙ না পেলে চোখ ঘুরায়
চোখ ঘুরায়ে মন ভুলায়
রসের নগরে যায়

রসের নগরে গিয়া রসবতী সঙ্গে নিয়া
রঙ্গ রসে দিন কাটায় ॥

আরে মেসোর চেয়ে মাসি বড়
পাঁঠার চেয়ে খাসি
আর তিন বিয়ে করিয়ে শিব
গলায় দিল ফাঁসি
এক দুই তিন
শিব নাচে ধিন্ ধিন্
ভাঙ খায় গাঁজা খায়
ভাঙ না পেলে চোখ ঘুরায়
চোখ ঘুরায়ে মন ভুলায়
রসের নগরে যায়

রসের নগরে গিয়া
রসবতী সঙ্গে নিয়া
রঙ্গ রসে দিন কাটায় ॥

আমার দুখে-দুখে জনম গেল গো
গুরু গো -
গুরু সুখ তো আমার হইল না
জনমদুখী কপালপোড়া গুরু আমি একজনা ॥
এসেছিলাম ভবের বাজারে
ছয় চোরাতে যুক্তি ক'রে গুরু বাঁধল আমারে
চোরায় চুরি করে খালাস পাইল গো
গুরু আমায় দিল জেলখানা
জনমদুখী কপালপোড়া গুরু আমি একজনা ॥

শিশুকালে ম'রে গেল মা
গর্ভে রেখে মরল পিতা গুরু চক্ষে দেখলাম না
আমায় কে করিবে লালন-পালন গো -
গুরু, কে দিবে রে সান্ত্বনা
জনমদুখী কপালপোড়া গুরু আমি একজনা ॥

দূরে কোথায় দূরে দূরে
আমার মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে
যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে
সেই বাঁশিটির সুরে সুরে ॥

যে পথ সকল দেশ পারায়ে
উদাস হয়ে যায় হারায়ে
সে পথ বেয়ে কাঙাল পরাণ
যেতে চায় কোন অচিন-পুরে ॥

তরুণ মজুমদার নিবেদিত

কুহেলি

এক রুদ্ধশ্বাস রহস্যচিত্র

আসিতেছে